এক নজরে স্বপ্ন প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত তথ্যাদিঃ

স্বপ্ন প্রকল্পের মাধ্যমে ১ম চক্রে কুড়িগ্রাম ও সাতক্ষীরা জেলার ১২৪ টি ইউনিয়নের মোট ৪,৪৬৪ জন মহিলা উপকারভোগী নিয়ে বিগত আগষ্ট ২০১৫ হতে ফেব্রুয়ারী ২০১৭ পর্যন্ত মোট ১৮ মাসের চক্র সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের ২য় চক্রের মাধ্যমে কুড়িগ্রাম ও সাতক্ষীরা জেলার ১২৪ টি ইউনিয়নের অধীনে মোট ৪,৪৬৪ জন নতুন মহিলা উপকারভোগী নিয়ে নভেম্বর ২০১৭ হতে মে ২০১৯ পর্যন্ত মোট ১৮ মাসের চক্র সম্পন্ন হয়েছে। ৩য় চক্রে জামালপুর, লালমনিরহাট এবং গাইবান্ধা জেলার ৯৯ টি ইউনিয়নে ৩,৫৬৪ নতুন মহিলা উপকারভোগী নিয়ে জানুয়ারী ২০২০ থেকে কাজ শুরু করেছে ।

প্রকল্পের সামগ্রিক সফলতা

- ১০০ ভাগ উপকারভোগীকে ই-পেমেন্ট এর আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে যা মজুরী প্রদানে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করেছে।
- ইউনিয়ন পরিষদ এবং স্থানীয় জনসাধারণের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্বপ্ন প্রকল্পের উপকারভোগীদের নির্বাচিত করা হয়েছে যার কারণে প্রকল্পটি শতকরা ৯৬ ভাগ সঠিক উপকারভোগী নির্বাচনে সক্ষম হয়েছে।
- সকল উপকারভোগী গড়ে ২-৩ টি করে আয় বৃদ্ধিমূলক কাজে নিয়োজিত।
- উপকারভোগীদের মোবাইল নম্বর সম্বলিত মোবাইল ডিরেক্টরি মুদ্রিত হয়েছে যার মাধ্যমে উপকারভোগীদের সাথে যোগাযোগ করে প্রকল্পের কার্যক্রম এবং তাদের আর্থসামাজিক অবস্থা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।
- মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত জরিপে অন্যতম সেরা সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প হিসেবে স্বপ্ন প্রকল্পটি বিবেচিত হয়েছে। জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল পত্রে ২০০ টি উপজেলায় স্বপ্ন প্রকল্প সম্প্রসারণের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে।
- ১ম এবং ২য় চক্র মিলিয়ে ২০০ উপকারভোগী গার্মেন্টস সেক্টরে চাকুরী পেয়েছে এবং প্রায় ৪০০ উপকারভোগীকে চামড়া শিল্পে যোগদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে ।
- করোনা মহামারী মোকাবেলা করেও প্রকল্পের ৮০ ভাগ উপকারভোগী তাদের অর্থনৈতিক কার্যক্রম সফলভাবে পরিচালনা করছে।
- ইউএনসিডিএফ এর সহায়তায় সাতক্ষীরায় একটি মিনি-গার্মেন্টস প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে যেখানে ৬০ জন উপকারভোগীর কর্মসংস্থান হয়েছে।
- কুড়িগ্রামে ২ টি সমিতি - স্বপ্ন নারী কল্যাণ সমিতি এবং কল্যাণী নারী কল্যাণ সমিতি গঠন করা হয়েছে যা সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত হয়েছে।
- ইউএনসিডিএফ এর সহযোগিতায় কুড়িগ্রামে একটি ডেইরি এন্টারপ্রাইজ গঠনের পরিকল্পনা করা হয়েছে যার মাধ্যমে প্রায় ৩০০ উপকারভোগীর কর্মসংস্থান হবে।
- প্রকল্পটি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার ৮ টি লক্ষ্য - (১,২,৩,৫,৮,১০,১৩ এবং ১৭) অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

প্রকল্পের সীমাবদ্ধতা

- প্রকল্পের unfunded অংশের অর্থের সংস্থান করতে না পারা।
- প্রকল্পটি ২২টি জেলায় সম্প্রসারণের পরিকল্পনা থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় প্রকল্প সাহায্য দাতা সংস্থা থেকে জোগাড় করতে না পারার কারণে তা সম্ভব না হওয়া।

চক্রভিত্তিক অগ্রগতি

প্রথম চক্র

- **গ্রামীণ সড়ক ও অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ** - প্রথম চক্রে ৩০৮৬ টি গ্রামীণ সড়ক ও অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কাজ সম্পাদিত হয়েছে।
- **ঘূর্ণায়মান টানা সমিতি** - সঞ্চয়ের মানসিকতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে উপকারভোগীদের নিয়ে মোট ৩৭২ টি ঘূর্ণায়মান টানা সমিতি দল গঠন করা হয়েছে এবং তাদের সঞ্চয়ের পরিমাণ ছিল মোট ৬ কোটি ৪৬ লাখ টাকা।
- **জীবন দক্ষতা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রশিক্ষণ** - উপকারভোগীদের ৭ টি বিষয়ের উপর (নেতৃত্ব উন্নয়ন, নারী অধিকার, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, নারী-পুরুষ সম্পর্ক উন্নয়ন, স্বশিক্ষণ সহজ হিসাব, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের করণীয়, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ মোকাবেলার কৌশল) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া উপকারভোগীদের চাহিদা মোতাবেক ৬ টি বিষয়ের (গরু পালন, বসতবাড়িতে সবজি চাষ , ছাগল/ভেড়া পালন, হাঁস/মুরগি ও কবুতর পালন, মাছ এবং কাঁকড়া চাষ এবং ক্ষুদ্র ব্যবসা ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন) উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- **ডিজিটাল পেমেন্ট** - ১২৪ টি ইউনিয়নের মধ্যে ১৮ টি ইউনিয়নে ডিজিটাল পেমেন্ট এর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় চক্র

- **গ্রামীণ সড়ক ও অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ** - দ্বিতীয় চক্রে ৩০৮৬ টি গ্রামীণ সড়ক ও অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কাজ সম্পাদিত হয়েছে।
- **ঘূর্ণায়মান টানা সমিতি** - উপকারভোগীদের নিয়ে মোট ৩৭২ টি ঘূর্ণায়মান টানা সমিতি দল গঠন করা হয়েছে এবং তাদের সঞ্চয়ের পরিমাণ ছিল মোট ৬ কোটি ৪৬ লাখ টাকা।
- **জীবন দক্ষতা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রশিক্ষণ** - উপকারভোগীদের ৭ টি বিষয়ের উপর (নেতৃত্ব উন্নয়ন, নারী অধিকার, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, নারী-পুরুষ সম্পর্ক উন্নয়ন, স্বশিক্ষণ-সহজ হিসাব, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের করণীয়, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ মোকাবেলার কৌশল) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া উপকারভোগীদের চাহিদা মোতাবেক ৬ টি বিষয়ের (গরু পালন, বসতবাড়িতে সবজি চাষ , ছাগল/ ভেড়া পালন, হাঁস / মুরগি ও কবুতর পালন, মাছ এবং কাঁকড়া চাষ এবং ক্ষুদ্র ব্যবসা ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন) উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- **ডিজিটাল পেমেন্ট** - প্রকল্পের আওতাভুক্ত সকল ইউনিয়নে (১২৪ টি) ডিজিটাল পেমেন্ট এর ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- **আনুষ্ঠানিক কর্মক্ষেত্রে যোগদান** - ২০০ জন উপকারভোগীকে তৈরী পোষাক শিল্পসহ স্থানীয় ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পে আনুষ্ঠানিক নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

তৃতীয় চক্র

- **গ্রামীণ সড়ক ও অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ** - তৃতীয় চক্রে ৭৩৭১ টি গ্রামীণ সড়ক ও অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কাজ সম্পাদিত হয়েছে।
- **ঘূর্ণায়মান টানা সমিতি** - উপকারভোগীদের নিয়ে মোট ২৯৭ টি ঘূর্ণায়মান টানা সমিতি দল গঠন করা হয়েছে এবং বর্তমানে তাদের সঞ্চয়ের পরিমাণ মোট ১ কোটি ৮৬ লাখ ৬১ হাজার ১০৪ টাকা।
- **জীবন দক্ষতা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রশিক্ষণ** - যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে উপকারভোগীদের ৭ টি বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া উপকারভোগীদের চাহিদা মোতাবেক ৪ টি বিষয়ের (গরু পালন ও বসতবাড়িতে সবজি চাষ , ছাগল/ ভেড়া পালন ও বসতবাড়িতে সবজি চাষ, হাঁস/মুরগি ও কবুতর পালন এবং ক্ষুদ্র ব্যবসা ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন) উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

- **ডিজিটাল পেমেন্ট** - প্রকল্পের আওতাভুক্ত সকল ইউনিয়নে (৯৯ টি) ডিজিটাল পেমেন্ট এর ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- **উদ্ভাবনী কার্যক্রম** - তৃতীয় চক্রে উপকারভোগীদের টেকসই জীবিকা নিশ্চিতকরণে নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষতি মোকাবেলায় প্রায় ৭০০০ উপকারভোগী বস্তা পদ্ধতিতে সবজি চাষের প্রশিক্ষণ নিয়ে আনুমানিক ৩৫,০০০ বস্তায় বর্তমানে সবজি চাষ করছে। রাসায়নিক মুক্ত সবজি উৎপাদনে কেঁচো সার উৎপাদন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। উপকারভোগীদের উৎপাদিত কৃষি পণ্য বিক্রয়ের এবং প্রয়োজনীয় পণ্য কেনার সুবিধার্থে ১৭১ টি কৃষি পণ্য ক্রয় - বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এর পাশাপাশি কুড়িগ্রামে দলীয়ভাবে সবজি চাষ শুরু হয়েছে যা তাদের আয় বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। করোনা মহামারীতে সৃষ্ট আর্থিক সংকট মোকাবেলায় কুড়িগ্রামে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় প্রায় ২০০ উপকারভোগীকে মাস্ক উৎপাদনের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। প্রায় ৯১,০০০ মাস্ক উৎপাদন এবং স্থানীয় বাজারে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে । উপকারভোগীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে ইউএনডিপির সহায়তায় জামালপুরে একটি জরিপ করা হয়েছে এবং ২ টি ক্ষুদ্র বিমা তৈরি করা হয়েছে - স্বপ্ন সুরক্ষা পলিসি এবং স্বপ্ন সাথী পলিসি । এছাড়া কুড়িগ্রামে দরিদ্র নারী ও কিশোরীদের জন্য স্বল্প মূল্যের স্যানিটারি ন্যাপকিন তৈরির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।
- **আনুষ্ঠানিক কর্মক্ষেত্রে যোগদান** - চামড়া শিল্পে যোগদানে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে প্রায় ৬০০ উপকারভোগীর জন্য সেন্টার অফ এক্সিলেন্স ফর লেদার স্কিল বাংলাদেশ লিমিটেড (কোয়েল) এর সহায়তায় ৩০ টি কর্মশালা করা হয়েছে। প্রায় ৪০০ উপকারভোগীকে চামড়া শিল্পে যোগদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এর পাশাপাশি আরও ২০০ উপকারভোগীকে গার্মেন্টসে নিয়োগ প্রদানের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

করোনা মহামারী মোকাবেলায় গৃহীত কার্যক্রম

নির্ধারিত কার্যক্রমের পাশাপাশি "স্বপ্ন" এ বছর করোনা ভাইরাস মহামারী মোকাবেলায় বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু কার্যক্রম হল -

- ✓ প্রায় ৯৪,৫০০ সচেতনতা মূলক পোস্টার ও লিফলেট মুদ্রণ ও বিতরণ
- ✓ উপকারভোগীদের মাঝে ব্যবহারবিধি প্রদর্শন সহ ১৯১,০৪৪ সংখ্যক সাবান ও মাস্ক বিতরণ
- ✓ ৬০৬৪ জন উপকারভোগীকে জনপ্রতি ১৫০০ টাকা প্রদান
- ✓ ৫৮২৮ জন উপকারভোগীদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ, যার প্রতি প্যাকেটের মূল্য প্রায় ২৬০০/- টাকা (চাল, ডাল, তেল, চিড়া ইত্যাদি)।

প্রকল্পের সুবিধাভোগী নির্বাচনের ফ্লো-চার্ট